ওয়েব সাইট পরিচিতি

নোটিশ : "ওয়েব সাইট পরিচিতি" পাঠকদের জন পড়শী'র তথ্য উপহার। এসকল ওয়েব সাইটে প্রকাশিত তথ্যের সত্যতার কোন নিশ্চয়তা পড়শী প্রদান করছে না; কিংবা এদের মতামতের সাথে পড়শী একাত্মতা ঘোষণা করছে না। এমনকি আলোচিত ওয়েবসাইটের Content কেও পড়শী কোন অনুমোদনের ছাপ দিচ্ছে না।

সর্বোপরি পাঠক-পাঠিকা এসকল ওয়েবসাইটের সাথে বা মাধ্যমে কোন আর্থিক লেনদেন নিজ দায়িত্বে করবেন।

ইন্টারনেটের সুবাদে আজকাল ঘরে বসেই পেয়ে যেতে পারেন স্বদেশের তরতাজা খরব আর ছবিসহ, শুনতে পারেন পুরনো দিনের বাংলা গান, কিনতে পারেন বাংলা বই, এবং আরো কতকি! এখন আর টেলিফোন কার্ড কেনার জন্য দরকার নেই ভারতীয়/ বাংলাদেশী দোকানে ছুটে যাবার, ঘরে বসেই তাৎক্ষণিকভাবে ইন্টারনেট থেকে কিনে নিতে পারেন নানা রকমের টেলিফোনের কার্ড। আর যদি বাঙালীদের প্রিয় কাজ আড্ডার সময় থাকে আপনার কিংবা যদি তর্কবিতর্কে আগ্রহ থাকে আপনার তাহলে দরকার নেই গাড়ী করে কারো বাসায় যাবার, কম্প্যুটার নিয়ে যোগ দেন Chat Room- এ বা Discussion Board -এ বা Group Mail -এ । যদি জানতে চান স্বদেশের ছায়াছবির খবর বা নায়ক নায়িকাদের ফষ্টিনষ্টির মুখরোচক গুজব তাহলেও ইন্টারনেট সহায় হবে আপনার। হ্যাঁ, মজাদার খাবারের রান্নাপ্রাণালী (recipe) ও পাবেন আর চাইলে স্বদেশী জিনিসপত্র, মায় বাড়ী, সালোয়ার কামিজও কিনতে পারবেন ইন্টারনেট থেকে। এবারের ঈদের ফ্যাশন কি - তাও দেখতে পাবেন ছবিসহ- এই আজব বায়োস্কোপে।

তাই পড়শী আপনাদেরকে মাঝে মধ্যে পরিচয় করিয়ে দেবে বিভিন্ন ওয়েব সাইটের সাথে। যে কোন পাঠক/পাঠিকা লিখে পাঠাতে পারেন ওয়েব সাইট পরিচিতি। তবে এক্ষেত্রে আশা করা হবে আপনারা নিজের গান নিজে গাইবেন না, অর্থাৎ এই পাতাকে বিজ্ঞাপনে রূপান্তরিত করবেন না।

আমি ভালো আছি, তুমি?

বিদেশে সবাই না হলেও, অধিকাংশ বাঙালী প্রবাসী ভালই আছেন। অন্ততঃ দেশে থাকার চাইতে ভালো। না হলে তো দেশেই চলে যেতেন। (তর্কের খাতিরে স্বীকার করে নেই যে অনেকের যাবার উপায় নেই)। তর্ক ফেলে আসল কথায় ফিরে আসি। দেশ থেকে কেউ ঘুরে এলেই দেখবেন সবার মনে প্রশ্ন - দেশ কেমন দেখলেন? রাজনীতির খবর কি, আইন শৃঙ্খলার কি অবস্থা, অর্থনৈতিক উন্নতি কেমন দেখলেন ইত্যাদি ।

ইন্টারনেট এখন আপনাকে তরতাজা খবরাখবর এনে দেবে। দেশের অনেক পত্রপত্রিকা এখন আপনি ইন্টারনেটে পড়তে পারেন। রোজকার খরব রোজ পেতে পারেন, মায় বিবিসি'র বাংলা সংবাদও শুনতে পারেন আপনার যখন সময় হবে তখন। মুশকিলের ব্যাপার হলো এতসব পত্র-পত্রিকার Web Address মনে রাখা। হ্যাঁ, আপনি আপনার Internet Favorites এ চিহ্ন দিয়ে রাখতে পারেন - কিন্তু সে তালিকা দীর্ঘ হয়ে গেলে মুশকিল।

তাই দরকার Portal site এর। একটা চমৎকার Portal site উদ্বোধন হয়েছে এবছরের শুরুতে। নাম www.bangla2000.com । সুন্দর ডিজাইন। অনুকরণ করা হয়েছে Yahoo কে। কিন্তু কাজটা ভাল করেছে। প্রথমেই পেয়ে যাবেন তাবৎ শিরোনাম সংবাদ - একেবারে তরতাজা খবর। গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক খবরও আছে শীর্ষ সংবাদ তালিকায়। বাঁ দিকে যদি News লিংকে ক্লিক করেন তাহলে পেয়ে যাবেন আজকের অনেকগুলো বাংলাদেশী পত্রিকার শিরোনাম। আপনাকে কষ্ট করে যেতে হবে না প্রতিটি সংবাদপত্রের নিজস্ব ওয়েবসাইটে। গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো সুন্দর করে সাজানো আছে পত্রিকার নামসহ তবে সবই ইংরেজী পত্রিকা। আন্তর্জাতিক খবরের অংশে পাবেন BBC, CNN, ABC News ইত্যাদির সংবাদ শিরোনাম। খেলার খবরে গেলে পেয়ে যাবেন সর্বশেষ ক্রিকেট সংবাদ। অবাক হলাম আজকের (June 17, 2001) পাতায় যেয়ে। Health Section -এ আমেরিকার একটি সরগরম খবর দেখে - Patients' bill is tough test for senate democrats । মনে হচ্ছে যারা এ ওয়েবসাইট চালাচ্ছেন তারা চেষ্টা করছেন আপনার আমার সকল প্রয়োজন মেটাতে - কি দেশের খবর হোক, কি বিদেশের খবর হোক। এক কথায় বলা যায় One stop portal ।

অনেক কিছুই পাবেন এই ওয়েব সাইটে। ভালো খবর হলো এটা Up-to-date এবং এখনও কোন Broken Link পাইনি। বাংলাভিত্তিক বেশীর ভাগ ওয়েবসাইটই Broken Link এ ভর্তি। Bangla 2000.com ওয়েব সাইটে আপনি এত কিছু পাবেন যে তার সবটুকুর আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়। শুভেচ্ছা কার্ড পাঠাতে চান? e-Cards -এর link রয়েছে ডানে। ক্রিকেট ফ্যান আপনি, বাঁয়ে মাঝ উইকেট বরাবর দৃষ্টি দেন। ইমিগ্রেশন নিয়ে জানতে চান, ক্লিক করুন ক্রিকেটের উপরিস্থিত link-এ। বাংলাদেশের ছবি দেখতে চান, ডানে রয়েছে Photo Gallery । নারী সংক্রান্ত বিষয়ে আপনি আগ্রহী, পাবেন Women's World ডানে। নতুন বাংলা বইয়ের খবর চান, তাকান বাঁ দিকে New Books -এর দিকে। রাশিফল জানতে চান, পেয়ে যাবেন

Horoscope বামে। ঘটকালিতে আগ্রহী, ক্লিক করুন Matrimonial -এ।

তবে বাংলা পত্র-পত্রিকার খবরাখবর পেলাম না এখানে। তারজন্য যেতে হবে ভিন্ন ওয়েব সাইটে যেখানে আপনি পাবেন বাংলা পত্রপত্রিকা বা বিবিসির বাংলা খবরের লিংক। আমি অবশ্য ব্যবহার করি একটি ওয়েবসাইট যার নাম www.e-mela.com. না, এই ওয়েবসাইটের ডিজাইন ভালো বলে সেটা আমার যে পছন্দ তা নয়, নামটা মনে রাখা খুব সহজ বলে। আর এখানে গেলে পেয়ে যাবেন বাংলা পত্রিকার লিংক, বাংলা হরফে। যেমন আছে ইত্তেফাক, প্রথম আলো, জনকণ্ঠ, সাপ্তাহিক ২০০০, পরবাস, আনন্দবাজার ইত্যাদি। www.e-mela.com-এর ডিজাইন সুন্দর নয়, বেশ অগোছালো। তবে নানান রকমের তথ্য পাবেন এখানে, আর পাবেন নানারকমের চমকপ্রদ লেখা, বাংলায় ও ইংরেজীতে। IT in Bangladesh Link -এ গেলে পাবেন অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাংলাদেশের তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে।

এ ওয়েব সাইটটিও up-to-date থাকে। Broken Link তেমন পাবেন না। ওয়েবসাইটে আজকাল বাংলা Font -এ মাঝে মধ্যে গণ্ডগোল দেখা যাচ্ছে। "কথা দিয়ে চেনা" একটি মজাদার লিংক সাপ্তাহিক যায় যায় দিনের সৌজন্যে এটা e-mela-তে প্রকাশ পাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, সাপ্তাহিক যায় যায় দিন এখন আর ওয়েবে পাওয়া যাচ্ছে না।

কার্টুন দেখে মজা পান, বাঁয়ে Unmad-এর লিংকে ক্লিক করুন, কিন্তু আপনাকে কার্টুন বানিয়ে ছাড়বে উম্মাদের web site - যতই click করুন কোন issue পড়তে পারবেন না। এই একটা ঝক্কি দেশী ওয়েবসাইট নিয়ে। কোন নিশ্চয়তা নেই- যে এটা কাজ করবে।

e-mela.com এ আপনি Bangladeshi Sites link-এ গেলে পাবেন সরকারী, বেসরকারী বিভিন্ন ওয়েবসাইটের নাম। কিন্তু সেগুলো কতটা কাজ করবে তার নিশ্চয়তা নেই। তবে e-mela.com ওয়েবসাইট আমি আরেকটা কাজে প্রায়শই ব্যবহার করি। সেটি হলো টেলিফোন কার্ড কেনার জন্য। ১০ ডলারের কার্ড পাওয়া যায় ৯ ডলার চার আনায়, ২০ ডলারের কার্ড কেনা যায় সাড়ে ১৮ ডলারে দিয়ে। না, কেবল দাম কমের জন্য নয়। ক্রেডিট কার্ড ট্রানজাকশনটা সহজ (প্রথমবার কেনার পরে), তাৎক্ষণিক এবং এখনও আমাকে কোন ঝামেলা দেয়নি।

ভারতীয় খবরাখবরের জন্য www.indiaabroad.com একটি সুন্দর ওয়েব সাইট। ভালো উপস্থাপনা। অনেকটা bangla2000.com এর মত। সেখানে Newspapers লিংকে ক্লিক করলে অনেক ভারতীয় সংবাদপত্রের Link পাবেন। ❒

নাজমুস সাকিব

সাক্রামান্ত, ক্যালিফোর্নিয়া।

(২৮ পৃষ্ঠার পর)

প্রতিশ্রুতি স্বত্বেও দেশের গড় বার্ষিক উৎপাদনের হার নিম্নগামী রয়েছে। ১৯৯১-৯৬ সময়কালে বৃদ্ধির হার ছিল ৮.৪% ভাগ, ১৯৯৬-৯৯ সময়কালে তা কমে ৫.৬% ভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

উত্তরণের উপায় কী ?

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার কি উপায় রয়েছে তা খতিয়ে দেখার জন্যে এবং বিশেষ সুপারিশমালা প্রণয়ন করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। কমিটির সদস্যবৃন্দকে অবশ্যই সংশি-ষ্ট বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে নিবেদিতপ্রাণ হতে হবে। কোন মহল থেকেই তাদের কাজে কোনপ্রকার ব্যাঘাত সৃষ্টি করা চলবে না। কমিটি বিনিয়োগকারীদের (Stake-holders) সঙ্গে খোলাখোলি আলোচনায় বসবেন এবং তাদের পূর্ণাঙ্গ সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। সুপারিশমালা চূড়ান্ত করণের পূর্বে তা সাধারণ্যে প্রকাশ করতে হবে। জনসাধরণ, কর্মচারীবৃন্দ, ক্রেতাসাধারণ, বিনিয়োগকারী সবাই এরূপ একটি পরিবর্তিত সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করবেন এবং তা লাভ করতে উদ্বুদ্ধ হবেন। তাহলেই কেবল নতুন সিস্টেমের সর্বাঙ্গীন সাফল্য নিশ্চিত হতে পারে। সামরিক শাসন কিংবা অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় এই ধরনের সিদ্ধান্ত উপরের লেভেল থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়ে থাকে। জনসমর্থন না থাকায় এই সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রায়শই সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না। একটি গণতান্ত্রিক সরকারের এরূপ সামরিক আচরণ প্রদর্শন করা বাঞ্ছনীয় নয়। এইরূপ একটি নতুন সিস্টেম প্রবর্তন করার পথে অনেকসময় মধ্যস্বত্বভোগী ম্যানেজার, স্বার্থান্বেষী বিশেষজ্ঞ এবং সুবিধাভোগী বিনিয়োগকারীগণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে থাকে। তারা তাদের তাৎক্ষণিক কিছু স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার ভয়ে ভীত থাকে। এরূপ যাতে না ঘটতে পারে, প্রস্তাবিত সিস্টেমে তার জন্যে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

কীভাবে বিরাজিত আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিয়ে দেশ হতে মাস্তানী, চাঁদাবাজী, সন্ত্রাস, দুর্নীতি, অদক্ষতা, লালফিতার দৌরাত্ম ইত্যাদি সমূলে উৎপাটিত করা যায় - আগামী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলসমূহের নির্বাচনী প্রচারণায় তার সুস্পষ্ট দিক-নির্দেশনা থাকা জরুরী। 'আমরা ক্ষমতায় এসে আগের দলের চেয়ে ভালো করেছি'- শুধুমাত্র এই শে-াগান জনগণের ভাগ্যের উন্নতি ঘটাবে না কিংবা তাদের দোরগোড়ায় সর্বোত্তম সেবা পৌঁছে দেয়া যাবে না। ❒

ড: এ. কে. আব্দুল মোমেন লিখেছেন সৌদী আরব থেকে।

অনুবাদ : প্রকৌশলী মেছবাহউদ্দীন জওহর।

ঘরে বসে নিয়মিত 'পড়শী' পেতে হলে আজই গ্রাহক হয়ে যান
গ্রাহক ফর্ম-সহ প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য আমাদের ওয়েব সাইটে আসুন :
www.porshi.com

টেকনলজি : প্রবৃদ্ধি ও প্রতিযোগিতার হাতিয়ার

ডঃ এ. কে. আব্দুল মোমেন

ভূমিকা :

বর্তমান বিশ্বে প্রবৃদ্ধি ও প্রগতিশীলতার মূল হাতিয়ার হিসেবে যে জিনিসটিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয় তা হচ্ছে - "প্রযুক্তি ও জ্বালানী সম্পদ।" যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের পণ্য সামগ্রী আজ সমগ্র বিশ্ব-বাজারে দাপটে রাজত্ব করছে, কিন্তু তা এমনি এমনি হয়নি। ভূমির স্বল্পতা ও জ্বালানী সম্পদের অপ্রতুলতা জাপানের দুটি প্রধান সমস্যা ছিল। ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের উন্নতি ঘটিয়ে এবং জ্বালানী সাশ্রয় প্রযুক্তি উদ্ভাবন করে জাপান সেই সমস্যার সমাধান করেছে। কম জ্বালানী খরচ, সুলভ মূল্য ও দৃষ্টিনন্দন মডেলের জন্যে আশির দশকে জাপানী গাড়িগুলি বাজারে একচেটিয়া রাজত্ব কায়েম করে। প্রতিযোগিতায় নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য আমেরিকান ফোর্ড, ক্রাইসলার বা জিএমসি কোম্পানীগুলি দ্রুত তাদের গাড়ীর প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটায় এবং উক্ত দশকের শেষার্ধে বাজারে পুনঃপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়। লাগসই প্রযুক্তি, কর্মচারীদের দক্ষতা এবং পণ্যের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে একটি প্রতিষ্ঠান কীভাবে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে নিম্নের উদাহরণ হতে তা স্পষ্ট হবে।

ছক - ১ : যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান প্রধান রিটেইলারদের তুলনামূলক চিত্র

কোম্পানী	যুক্তরাষ্ট্রে বিক্রয় (বিলিয়ন ডলার)		ওভারহেড (%) বিক্রয়)
	১৯৯০	১৯৯১	১৯৯১-১৯৯৬
ওয়ালমার্ট	৩২.৬	১০৪.৯	.১৬
সিয়ার্স	৩২	৩৮.২	২৯
কে-মার্ট	৩০	৩১.৭	২৩

সূত্র : ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল, ১৯৯৮

এই ছক থেকে দেখা যায় ওয়ালমার্টের বিক্রি তার নিকট প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অসামান্য সাফল্য শুধু যে ওয়ালমার্টের দক্ষ জনশক্তি এবং পাইকারী দোকানের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণেই ঘটেছে তা নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ যে কারণগুলি এই সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেছে তাদের মধ্যে রয়েছে 'ক্রমাগত মূল্য হ্রাস', পরিচালন ব্যয় সংকোচন এবং এমন একটি বিতরণ ব্যবস্থা যার ফলে প্রতিটি স্টোরে যে কোনো সময় যে কোন পণ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ। ১৮টি ডিস্ট্রিবিউশন কেন্দ্র থেকে দেশব্যাপী দেড় হাজার স্টোরে পণ্য সরবরাহ করা হয়। সবকটি মিলে ২৭.৬ একর জায়গা রয়েছে। পণ্য চলাচলের কনভেয়র বেল্টের দৈর্ঘ্য ৭ মাইল। ওয়ালমার্টের ইলেকট্রনিক ডাটা ইন্টারচেঞ্জ সিস্টেমের (EDI) মাধ্যমে যে কোন স্টোর সরাসরি হেডকোয়ার্টারে মালপত্রের অর্ডার পেশ করতে পারে। ওয়ালমার্টে পণ্যের ক্রয়মূল্য এবং ওভারহেড কম। ফলে সে যদি সিয়ার্স বা কে-মার্টের চেয়ে কম দামে পণ্য বিক্রয় করে তাহলেও তার মোট মুনাফার পরিমাণ বেশী হয়। টেকনলজির সফল ও যুগোপযোগী প্রয়োগ, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা, কর্মচারীদের দক্ষতা ও পারস্পরিক সহযোগিতা, কর্মচারীদের কর্মপরিধি বন্টন এবং নিজ নিজ পরিধিতে তাদের স্বাধীনতভাবে কাজ করতে দেয়া - ইত্যাদির ফলেই ওয়ালমার্টের এই সাফল্য সম্ভব রয়েছে।

টেকনলজি : যন্ত্র এবং পদ্ধতি (Both Machines and Methods)

প্রযুক্তি বা টেকনলজির সংজ্ঞা কী? ব্যাপক অর্থে জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগকেই প্রযুক্তি বলা হয়ে থাকে। ম্যানেজমেন্ট বিজ্ঞানের ভাষায়- 'দক্ষতা, মেশিন, যন্ত্র এবং একটি কাজ করার পদ্ধতি ও সিস্টেম একীভূত করলে যে ফলটি দাঁড়ায় তারই নাম প্রযুক্তি।' প্রযুক্তির দুইটি অংশ। প্রথমত : মেশিন, যথা ডেস্কটপ কম্পিউটার, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত : এইসব যন্ত্র পরিচালনায় পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতা। এই দুইটির সংমিশ্রন ঘটলেই কেবল সর্বোত্তম ফলটি লাভ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রতিষ্ঠানে কিছু সর্বাধুনিক যন্ত্র স্থাপন করা হলো। কিন্তু যদি উক্ত যন্ত্রকে এর পূর্ণ-শক্তিতে পরিচালনা করার কৌশল জানা না থাকে তাহলে এর ফলে পরিচালনা-ব্যয় সংকোচনের উদ্দেশ্যটি অর্জিত হবে না এবং প্রতিষ্ঠানটির পক্ষে প্রতিযোগিতায় দিকে থাকা সম্ভব হবে না। এ প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া সংগত হবে। মিনিয়াপোলিসের (যুক্তরাষ্ট্র) টেনান্ট কোম্পানী বিভিন্ন প্রকার যান্ত্রিক ঝাড়ু তৈরী করার একটি প্রতিষ্ঠান। পণ্যের উৎপাদন-মান ও উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করে। অনেক পর্যালোচনার পর কমিটি কোম্পানীর পুরাতন কর্ম-পদ্ধতি পরিবর্তন করে একটি নতুন কর্মপদ্ধতির সুপারিশ করে। আশ্চর্যের বিষয় কোন প্রকার নতুন যন্ত্র না কিনেও শুধুমাত্র নুতন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে উৎপাদন-ব্যয় প্রায় অর্ধেকে আসে (১৭ভাগ থেকে ৭.৯ ভাগ)। এখন প্রশ্ন হচ্ছে - "দক্ষ কার্যপ্রণালীটি" (efficient procedure) খুঁজে বের করার উপায় কি? প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি কর্মচারী, ক্রেতা, দালাল - এক কথায় প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশি-ষ্ট প্রতিটি লোকের বিশ্বস্ততা, তাদের মটিভেশন, সহযোগিতা ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করেই একটি প্রতিষ্ঠানের

সঠিক কার্যপদ্ধতিটি খুঁজে বার করতে হবে। একটি প্রতিষ্ঠানের কর্ম পদ্ধতি কিংবা পণ্যের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির জন্যে ম্যানেজমেন্টের দায়বদ্ধতা, ক্রেতাসাধারণের মনোবীক্ষণ, কর্মক্ষম সাংগঠনিক তৎপরতা ও

ছক - ২ : ফ্লাইটের সংখ্যা, কর্মচারী এবং যাত্রীসংখ্যার ভিত্তিতে কয়েকটি এয়ার লাইনসের তুলনামূলক চিত্র , ১৯৯৯

আইটেম	বিমান	ডেল্টা	সৌদিয়া	কোরিয়ান	এ্যারো মেক্সিকো
মোট যাত্রীসংখ্যা (মিলিয়ন)	০.৮৩১	১৫৬	১২.৭	২৮.৫	৮.৭
দৈনিক ফ্লাইট -সংখ্যা	১৯	৪৪৪২	৩১৬	৪২০	৩০৯
উড়োজাহাজের সংখ্যা	১৩	৫৮৪	১৩৭	১০৭	৬৮
কর্মচারীর সংখ্যা	৫৭০০	৭৪০০০	২৪৫৫০	১৬০০০	৭০০০
বহনকৃত যাত্রীসংখ্যা (বছরে)	৬৩৯১৯	২৬৭১২৩	৯২৭০১	২৬৬৩৫৫	১২৮৪১২
প্রতিজন কর্মচারী কর্তৃক সেবাকৃত যাত্রীর সংখ্যা	১.৪৬	২১০৮	৫১৭	১৭৮২	১২৪৭

সূত্র : - স্কাই টিম কি ফিগারস, ২০০০; সৌদিয়া এন্ড বিমান, এপ্রিল ২০০১

সমন্বয়ময়তা, উৎপাদনের গুণাগুন বৃদ্ধির লক্ষ্যে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ইত্যাদি অবশ্যই জরুরী। তবে এগুলির পাশাপাশি আরও যে অত্যাবশ্যক শর্তটি রয়েছে - এডওয়ার্ড ডেমিংয়ের মতে তা হচ্ছে - লোকজনের মন থেকে ভয় দূরীভূত করা যেন তারা নিঃসংকোচে সমস্যা তুলে ধরতে পারে এবং শ্রমিক-কর্মচারীগণ তাদের কর্মদক্ষতায় প্রত্যয়ী অনুভব করতে পারে।

দুর্ভাগ্যবশত উন্নয়নশীল দেশসমূহে কার্যপ্রণালী (Work procedure) উন্নত করার দিকটিতে যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। এই সমস্ত অংশে অটোমেশনের কথা বলে হার্ডওয়ারের উন্নতি তথা মেশিনযন্ত্রের উন্নতির দিকটিতেই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহে সিস্টেম বা কার্যপ্রণালীর দক্ষতা অত্যন্ত নিম্নমানের। নিম্নের উদাহরণটি হতে এই বিষয়টি পাঠকের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ছকে বিমান, ডেল্টা, সৌদিয়া, কোরিয়ান এয়ার এবং এ্যারো-মেক্সিকো- এই পাঁচটি বিমান কোম্পানীর বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দেয়া হয়েছে। তথ্যগুলি বিশে-ষণ করলে দেখা যাবে যে ক্যাপাসিটি ও কর্মচারীর সংখ্যা বিবেচনায় বিমানের দক্ষতা সবচেয়ে নিম্নমানের। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ডেল্টা এয়ার লাইনসের একটি ফ্লাইট অপারেট করতে যেখানে গড়ে মাত্র ১৭ জন কর্মচারীর দরকার হয়, সেখানে বিমানের লাগে ৩০০ জন, কোরিয়ান এয়ারের ৩৮ জন, সৌদিয়ার ৭৮ জন। বিমানের একজন কর্মচারী গড়ে বছরে ১৪৬ জন যাত্রীকে সেবা দেয়। পক্ষান্তরে ডেল্টার একজন কর্মচারী সেবা দেয় ২১০৮ জন যাত্রীকে। কোরিয়ান এয়ার দেয় ১৭৮২ জনকে, এ্যারো মেক্সিকো দেয় ১২৪৭ জনকে এবং সৌদিয়া দেয় ৫১৭ জনকে। সুতরাং পরিচালন ব্যয় সেবা, দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার উন্নতি ঘটাতে হলে বিমান এবং সৌদিয়া এই উভয় এয়ার লাইনসকেই উন্নততর ওয়ার্ক-সিস্টেম অথবা জ্ঞানভিত্তিক প্রযুক্তির সমাবেশ ঘটাতে হবে।

<u>বাংলাদেশের চিত্র</u>

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বা 'ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টমেন্টের' (এফডিআই) জন্যে জোরেশোরে প্রচারণা শুরু করেন। তার এই প্রচারণা ভাল ফল বয়ে আনে। ১৯৯০ সালে যেখানে নিবন্ধীকৃত এফডি আই-এর পরিমাণ ছিল মাত্র ২৫ মিলিয়ন ডলার, ১৯৯৯ সালে তার পরিমাণ দাঁড়ায় ৯৮০০ মিলিয়ন ডলার - নব্বুয়ের তুলনায় প্রায় ৪০০ গুণ বেশী। তবে প্রকৃত বিনিয়োগ খুবই হতাশাব্যঞ্জক, UNCTAD -এর হিসেব মতে ৯৯ সালে বাংলাদেশে প্রকৃত এফডিআই-এর পরিমাণ ১২৫ মিলিয়ন ডলার মাত্র। অর্থাৎ নিবন্ধীকৃত পরিমাণের ১.৩% ভাগ! বাংলাদেশ সরকারের হিসেব মতে এই পরিমাণ ৮০৯ মিলিয়ন ডলার- নিবন্ধীকৃত পরিমাণের ৮.৩%। প্রকৃত বিনিয়োগের এই হার যেকোন দেশের তুলনায় খুবই কম। চীন, ব্রাজিল, পোল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর এবং মেক্সিকোতে এই হার ৭০% ভাগ থেকে ১০০% ভাগ পর্যন্ত। বাংলাদেশে বিনিয়োগকারীদের সবাই যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়া, জাপান, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভারতের।

এস্থলে কয়েকটি বিষয় বিশেষ পর্যালোচনার দাবী রাখে। প্রথমত ঃ ৯৮০০ মিলিয়ন ডলারের মতো বিরাট অংকের এফডিআই-এর প্রতিশ্রুতি হতে বোঝা যায় বাংলাদেশ বিনিয়োগ করতে বিনিয়োগকারীরা যথেষ্ট আগ্রহী। দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং এর ভবিষ্যতের উপর বিদেশী বিনিয়োগকারীদের আস্থা রয়েছে। তৃতীয়ত ঃ সরকারের এফডিআই ক্যাম্পেন সফল। চতুর্থত ঃ প্রকৃত বিনিয়োগের এইরূপ নিম্ন হার থেকে বোঝা যায় যে দেশে 'প্রচলিত পদ্ধতি এবং আমলাতান্ত্রিক স্ট্রাকচার' পরিবর্তন করা অত্যাবশ্যক। এতে এও প্রতীয়মান হয় যে বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্যে যে সাপোর্ট সার্ভিসের প্রয়োজন, বাংলাদেশে তারও নিদারুণ অভাব রয়েছে। পদ্ধতির উন্নতি না হলে এফডিআই বৃদ্ধি পাবে না, এমনকি স্থানীয় বিনিয়োগও বাড়বে বলে মনে হয় না।

এক হিসাবে দেখা যায় ১ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের পরিবর্তে দেশে ২০৬০০০টি নুতন চাকুরীর সৃষ্টি হয় (কানাডাতে এই হার প্রতি বিলিয়নে ১৪৫,০০০টি এবং যুক্তরাষ্ট্র ২০,০০০টি)। সুতরাং যদি প্রতিশ্রুত ৯.৮ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ হতো, তাহলে দেশে ২ মিলিয়ন নতুন চাকুরীর সৃষ্টি হতো। দূর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের দেশে তা হচ্ছে না। লালফিতার দৌরাত্ম, বিবেকহীন স্ট্রাইক ও হরতাল, মস্তানবাজী-চাঁদাবাজি, দুর্নীতি, বিদুৎ-বিভ্রাট, সুষ্ঠু ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী অর্থনৈতিক নীতিমালা ও ক্রেডিট-পলিসি, অবনতিশীল আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ইত্যাদি হাজারো ফ্যাক্টর বিদেশী বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে। BOI এর হিসাব অনুযায়ী ১৭ বিলিয়ন ডলারের বৈদেশিক বিনিয়োগের

(৩০ পৃষ্ঠায় দেখুন)